যোহনের তৃতীয় পত্র

১ প্রবীণ এই আমি, প্রিয় গাইউসের সমীপে, যাঁকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

২ প্রিয়তম, আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি যেমন কুশলে আছ, প্রার্থনা করি, সব দিক দিয়ে তুমি যেন
কুশলে থাক, তোমার শরীর যেন সুস্থ থাকে। ৩ আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যখন কয়েকজন ভাই
এসে তোমার সত্যের বিষয়ে—তুমি কী ভাবে সত্যে চল—সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৪ আমার সন্তানেরা
সত্যে চলে, একথা শুনতে পাওয়ার চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই।

৫ প্রিয়তম, ভাইদের জন্য, এমনকি তাঁরা বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের জন্য তুমি যা কিছু করছ,
তাতে তোমার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত। ৬ তাঁরা মণ্ডলীর কাছে তোমার ভালবাসার বিষয়ে সাক্ষ্য
দিয়েছেন। আর তুমি যদি তাঁদের যাত্রার এমন ব্যবস্থা কর যা ঈশ্বরের যোগ্য, তবে ভালই করবে। ৭
তাঁরা তো নামের খাতিরেই বেরিয়েছেন, বিধর্মীদের কাছ থেকে কিছুই দাবি করেননি। ৮ তাই তেমন
মানুষদের সাদরে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য, যেন সত্য-সাধনে তাঁদের সহযোগী হতে পারি।

৯ মণ্ডলীর কাছে কিছু লিখেছিলাম, কিন্তু সেখানকার মাতব্বরিপ্রিয় দিওত্রেফেস আমাদের গ্রাহ্যই
করছেন না। ১০ তাই যখন আমি আসব, তখন তিনি বাজে কথা ব'লে আমার নিন্দা ক'রে যে সমস্ত
কাজ করছেন, তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব। আর তিনি তাতেও তুষ্ট নন; তিনি নিজেই ভাইদের
গ্রাহ্য করতে চাচ্ছেন না, আর যারা তাঁদের গ্রাহ্য করতে ইচ্ছুক, তাদেরও তিনি বাধা দিচ্ছেন,
এমনকি মণ্ডলী থেকে তাদের বের করে দিচ্ছেন। ১১ প্রিয়তম, যা অমঙ্গল, তা নয়, যা ভাল, তারই
অনুকারী হও। যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত; যে অসৎ কর্ম করে, সে ঈশ্বরকে দেখেনি।

১২ দেমেত্রিওসের পক্ষে সকলে, এমনকি স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন; আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি; এবং
তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।

১৩ তোমার কাছে অনেক কথা লেখার ছিল, কিন্তু কালি-কলমে তা করতে চাচ্ছি না। ১৪ আশা
রাখি, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হবে; তখন মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব। ১৫ তোমার শান্তি
হোক! বন্ধুরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। প্রত্যেকের নাম করে তুমিও বন্ধুদের প্রীতি-শুভেচ্ছা
জানাও।